সংবাদ

012

৬।৯।৮৩ ... ...

৭ কলাম ... ...

সৈয়দপুর : ১০ একর জমির উপর নির্মিত ৩ তলাবিশিষ্ট সৈয়দপুর কারিগরি উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়টি। —সংবাদ

সৈয়দপুর কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব ॥ অধ্যক্ষের পদ শূন্য ॥ ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছে

সৈয়দপুর (রংপুর) ৪ঠা সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)। —সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় শিক্ষক, একটি অনুষদের অভাবে সৈয়দপুর কারিগরি উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

১৯৬৫ সালে পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোর ছাত্রদের কারিগরি শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১০ একর জমির উপর সৈয়দপুরে বিদ্যালয় আকারে এটি প্রথম স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময় ১৯৬৭ সালে বিদ্যালয়টিকে মহাবিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। সমগ্র দেশে এ ধরনের মাত্র দু'টি মহাবিদ্যালয় রয়েছে। একটি ঢাকার তেজগাঁয় এবং অপরটি সৈয়দপুরে। এখানে প্রি-ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্সে শিক্ষা দেয়া হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সরকারের দৃষ্টি থাকলেও বর্তমানে তেমন কোন নজর দেয়া হচ্ছে না। ফলে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সমস্যায় আজ নিমজ্জিত। প্রতিষ্ঠানটির জন্য অধ্যাপক, পরিদর্শক, শিক্ষক ও কর্মচারীসহ মোট ৫৫টি পদ থাকলেও বর্তমানে ১৭টি পদ শূন্য রয়েছে। বর্তমানে এর ছাত্রসংখ্যাও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। প্রত্যেক সেশনে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিটি জেলা হতে কলেজ সেশনে কমপক্ষে ৪০ জন ছাত্র ভর্তির কথা থাকলেও বর্তমানে এর ছাত্রসংখ্যা রয়েছে মাত্র ১২ জন। অবশ্য রেজিস্ট্রেশনে দেখানো হয়েছে ২২ জন।

এখানকার ছাত্ররা মূলত: ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ারই শুধু সুযোগ পেয়ে থাকে। অথচ জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে পড়ার কোন সুযোগ এখানে নেই। ফলে কোর্সের পড়াশুনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ কারণেই এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তীর্ণ ছাত্ররা ইঞ্জিনীয়ারিং বাদে অন্য বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে বঞ্চিত হয়। ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার এটিই প্রধান কারণ বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। অবশ্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবও এ ক্ষেত্রে কাজ করছে। একজন শিক্ষক দিয়েই অনেক সময় বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় উভয় সেকশনের কাজ চালানো হয়। এতে শিক্ষার মানও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। গত প্রায় তিন বছর থেকে অধ্যক্ষেরপদটি শূন্য রয়েছে। ফলে সুষ্ঠু ভাবে মহাবিদ্যালয় পরিচালনার কাজও ব্যাহত হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের ছাত্রের মতো শিক্ষা গ্রহণ করলেও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার বিশেষ কোন সুযোগ পাচ্ছে না। সাধারণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথেই তাদেরকেও প্যানেল টেষ্ট দিতে হয়। ফলে বাড়তি শিক্ষার ঝামেলায় যেতে ছাত্ররা আগ্রহী হয় না। গত ৮১-৮২ শিক্ষা বছরে ১ জন ছাত্র বাদে সব ছাত্রই টি,সি নিয়ে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়।

এসব বিষয়ে অনুধাবন করে গত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় অত্র মহাবিদ্যালয়টিতে জীববিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয় চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু দীর্ঘদিন হলেও অজ্ঞাত কারণে আজো তা কার্যকরী হয়নি। অপরদিকে কয়েক বছর পূর্বেই তেজগাঁর মহাবিদ্যালয়টিতে উপরোক্ত অনুষদটি চালু করা হয়েছে।

এদিকে মহাবিদ্যালয়টির একমাত্র ছাত্রাবাসটি ৭৩-৭৪ সালে অবাঙালীদের জন্য ট্রানজিট ক্যাম্প হিসেবে চালু করার পর সেটির আর কোন সংস্কার না করায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে বাইরের ছাত্ররা আবাসিক সমস্যার কারণেও এখানে ভর্তি হতে আসে না।

এখানে কারিগরি শিক্ষা প্রদানের জন্য ওয়ার্কশপগুলোতে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা রয়েছে। কিন্তু সেগুলো দীর্ঘ দিন থেকে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় নষ্ট হতে চলেছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে এখানে নৈশকালীন একটি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার চালু করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে এ বিষয়ে তাদের অভিমত ও ব্যক্ত করেছেন।